বঙ্গবন্ধু ন্যাশনাল ইনসিওরেন্স ইনস্টিটিউট আইন, ২০২২ এর খসড়া

যেহেতু গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার এর বাংলাদেশ ইনসিওরেন্স একাডেমি প্রতিষ্ঠা সংক্রান্ত ২৯ নভেম্বর, ১৯৭৩ খ্রিঃ তারিখের রিজুলিউশন নং- ১(৭)/৭৩-আই এন এস-ii দ্বারা প্রতিষ্ঠিত স্বায়ত্বশাসিত বীমা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বাংলাদেশ ইনসিওরেন্স একাডেমি রহিতক্রমে আর্ন্তজাতিক মানের আধুনিক সুযোগ-সুবিধা সম্বলিত বঙ্গবন্ধু ন্যাশনাল ইনসিওরেন্স ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠা করার লক্ষ্যে একটি আইন প্রণয়ন করা সমীচীন ও প্রয়োজনীয়;

সেহেতু এতদ্বারা নিম্নরূপ আইন করা হইলঃ-

১। **সংক্ষিপ্ত শিরোনাম ও প্রবর্তন** ।— (১) এই আইন "বঙ্গবন্ধু ন্যাশনাল ইনসিওরেন্স ইনস্টিটিউট আইন, ২০২২" নামে অভিহিত হইবে।

(২) ইহা অবিলম্বে কার্যকর হইবে।

২। **সংজ্ঞা** ।—বিষয় বা প্রসঙ্গের পরিপন্থী কোন কিছু না থাকিলে, এই আইনে-

(১) 'ইনস্টিটিউট' অর্থ ধারা ৩ এর অধীন প্রতিষ্ঠিত বঙ্গবন্ধু ন্যাশনাল ইনসিওরেন্স ইনস্টিটিউট (বিএনআইআই);

(২) 'কর্তৃপক্ষ' অর্থ বীমা উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ আইন ২০১০ এর অধীন গঠিত বীমা উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ;

(৩) 'কর্মকর্তা ও কর্মচারী' অর্থ ইনস্টিটিউটের কোন কর্মকর্তা ও কর্মচারী;

(৪) 'তহবিল' অর্থ ইনস্টিটিউটের তহবিল;

(৫) 'বোর্ড' অর্থ ধারা ৮ এর অধীন গঠিত পরিচালনা বোর্ড;

(৬) 'বিধি' অর্থ এই আইনের অধীন প্রণীত বিধি;

(৭) 'প্রবিধান' অর্থ এই আইনের অধীন প্রণীত প্রবিধান;

(৮) 'মহাপরিচালক' অর্থ ইনস্টিটিউটের মহাপরিচালক; এবং

(৯) 'সদস্য' অর্থ পরিচালনা বোর্ডের সদস্য।

৩। **ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠা** ।— (১) গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার এর বাংলাদেশ ইনসিওরেন্স একাডেমি প্রতিষ্ঠা সংক্রান্ত ২৯ নভেম্বর, ১৯৭৩ খ্রিঃ তারিখের রিজুলিউশন নং- ১(৭)/৭৩-আই এন এস-ii এর অধীন প্রতিষ্ঠিত বাংলাদেশ ইনসিওরেন্স একাডেমি এমনভাবে বহাল থাকিবে যেন উহা এই আইনের অধীন বঙ্গবন্ধু ন্যাশনাল ইনসিওরেন্স ইনস্টিটিউট (বিএনআইআই) রূপে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

(২) ইনস্টিটিউট একটি সংবিধিবদ্ধ সংস্থা হইবে এবং উহার একটি সাধারণ সীলমোহর থাকিবে এবং এই আইন ও তদধীন প্রণীত বিধি সাপেক্ষে, উহার স্থাবর ও অস্থাবর উভয় প্রকার সম্পত্তি অর্জন করিবার, অধিকারে রাখিবার ও হস্তান্তর করিবার ক্ষমতা থাকিবে এবং ইনস্টিটিউট ইহার পক্ষে ইহার নিজের নামে মামলা দায়ের করিতে পারিবে এবং ইহার বিরুদ্ধেও মামলা দায়ের করা যাইবে।

৪। **ইনস্টিটিউট এর প্রধান কার্যালয়** ।—(১) ইনস্টিটিউটের প্রধান কার্যালয় ঢাকায় থাকিবে।

(২) ইনষ্টিটিউট ইহার কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার স্বার্থে প্রয়োজনবোধে, সরকারের পূর্বানুমতিক্রমে বাংলাদেশের যে কোন স্থানে ইহার শাখা **কার্যালয়** স্থাপন বা স্থানান্তর করিতে পারিবে।

৫। **ইনস্টিটিউট এর লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য** ।—ইনস্টিটিউট এর লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হইবে-

(১) বীমা পেশাজীবীদের পেশাগত প্রশিক্ষণ, বীমা খাতে দক্ষ ও প্রশিক্ষিত জনবল তৈরি, সার্টিফিকেট ফিকেট ও ডিপ্লোমা কোর্স পরিচালনা, গবেষণা ও প্রকাশনা, সম্মাননা প্রদান, বীমা পেশার উন্নয়ন, যুগোপোযোগি বীমা শিক্ষা প্রদানসহ এ সংক্রান্ত সার্বিক বিষয়ে অধ্যয়ন, গবেষণা এবং আহরিত জ্ঞান বিতরণ ও উৎকর্ষ সাধন;

(২) দফা (১) এ বর্ণিত বিষয়সমূহ সম্পর্কে পরিকল্পনা প্রণয়ন, সরকারের অনুমোদনক্রমে নীতি নির্ধারণ ও বাস্তবায়ন;

(৩) এই আইনে বর্ণিত বীমা বিষয়ে দেশের অভ্যন্তরে ও বাহিরে অধ্যয়ন ও গবেষণায় নিয়োজিত প্রতিষ্ঠান ও প্রাজ্ঞজনের মধ্যে তথ্য, মতামত ও শিক্ষা উপকরণ বিনিময়;

(৪) বীমা বিষয়ে অধ্যয়ন ও গবেষণার জন্য দায়িত্ব পালন।

৬। **ইনস্টিটিউটের কার্যাবলি**।—(১) ধারা ৫ এর উপধারা (১) এ উল্লিখিত জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক বীমা বিষয়াবলী সম্পর্কে জ্ঞান অর্জনের লক্ষ্যে সভা, সেমিনার/সিম্পোজিয়াম, ওয়ার্কশপ এবং কনফারেন্স ইত্যাদি আয়োজন;

(২) ইনস্টিটিউট কর্তৃক পরিচালিত অধ্যয়ন, সমীক্ষা, গবেষণা ও পর্যবেক্ষণের উপর তথ্য সম্বলিত পুস্তক, সাময়িকী, প্রতিবেদন এবং জার্নাল প্রকাশ;

(৩) কর্তৃপক্ষের নিকট পাঠ্যক্রমের পূর্বানুমোদনক্রমে বীমা বিষয়ক স্নাতক, স্নাতকোত্তর, ডিপ্লোমা ও অন্যান্য কোর্স পরিচালনাসহ প্রশিক্ষণ আয়োজন করা, সনদ প্রদান,রিসার্চ স্কলারশিপ এবং ফেলোশিপ প্রদান;

(৪) প্রশিক্ষণ কোর্সের আয়োজন এবং সনদ প্রদান;

(৫) দেশে-বিদেশে বীমা বিশেষজ্ঞ ও বীমা প্রশিক্ষণ ইনষ্টিটিউট ও প্রতিষ্ঠানের সাথে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ স্থাপন এবং যৌথভাবে প্রশিক্ষণ কোর্সের আয়োজন ও সনদ প্রদান;

(৬) বিদেশে বীমা বিষয়ে উচ্চশিক্ষা ও গবেষণার জন্য সহযোগিতা প্রদানসহ প্রয়োজনে আর্থিক সহায়তার প্রস্তাব অনুমোদন; এবং

(৭) এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে প্রাসঙ্গিক অন্যান্য কার্য এবং সরকার কর্তৃক সময় সময় অর্পিত যে কোন দায়িত্ব সম্পাদন।

৭। **পরিচালনা ও প্রশাসন** ।—(১) ইনস্টিটিউটের পরিচালনা ও প্রশাসনের দায়িত্ব একটি পরিচালনা বোর্ডের উপর ন্যস্ত থাকিবে এবং ইনস্টিটিউট যে সকল ক্ষমতা প্রয়োগ ও কার্যসম্পাদন করিতে পারিবে, পরিচালনা বোর্ডও সেই সকল ক্ষমতা প্রয়োগ ও কার্যসম্পাদন করিতে পারিবে।

(২) পরিচালনা বোর্ড উহার দায়িত্ব পালন ও কার্যসম্পাদনের ক্ষেত্রে এই আইন, বিধি, প্রবিধান ও সরকার কর্তৃক সময় সময় প্রদত্ত আদেশ ও নির্দেশনা অনুসরণ করিবে।

৮। **পরিচালনা বোর্ড গঠন, ইত্যাদি** ।—(১) এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, নিম্নবর্ণিত সদস্য সমন্বয়ে ইনস্টিটিউট এর একটি পরিচালনা বোর্ড গঠিত হইবে, যথাঃ-

(ক) সচিব, আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়, যিনি পরিচালনা বোর্ডের সভাপতিও হইবেন;

(খ) চেয়ারম্যান, বীমা উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ;

(গ) সভাপতি, বাংলাদেশ ইন্স্যুরেন্স এসোসিয়েশন;

(ঘ) অতিরিক্ত সচিব (বীমা), আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়;

(ঙ) ব্যবস্থাপনা পরিচালক, সাধারণ বীমা কর্পোরেশন;

(চ) ব্যবস্থাপনা পরিচালক, জীবন বীমা কর্পোরেশন;

(ছ) অর্থ বিভাগ কর্তৃক মনোনীত অনূন্য যুগ্মসচিব পদমর্যাদার একজন প্রতিনিধি;

(জ) জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় কর্তৃক মনোনীত অনূন্য যুগ্মসচিব পদমর্যাদার একজন প্রতিনিধি;

(ঝ) বাংলাদেশ ইন্স্যুরেন্স এসোসিয়েশন কর্তৃক মনোনীত লাইফ ইন্স্যুরেন্স বিষয়ে অভিজ্ঞ মূখ্য নির্বাহী পদমর্যাদার একজন প্রতিনিধি;

(ঞ) বাংলাদেশ ইন্স্যুরেন্স এসোসিয়েশন কর্তৃক মনোনীত নন-লাইফ ইন্স্যুরেন্স বিষয়ে অভিজ্ঞ মূখ্য নির্বাহী পদমর্যাদার একজন প্রতিনিধি;

(ট) সরকার কর্তৃক মনোনীত পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন অধ্যাপক;

(ঠ) বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন কর্তৃক মনোনীত অন্যূন যুগ্মসচিব পদমর্যাদার একজন প্রতিনিধি;

(ড) মহাপরিচালক, ইনস্টিটিউট; যিনি উহার সদস্য-সচিবও হইবেন।

ব্যাখ্যা । - এই ধারার উদ্দেশ্য পূরণকল্পে 'সচিব' অর্থ সরকারের সিনিয়র সচিবও অন্তর্ভুক্ত হইবেন।

(২) পরিচালনা বোর্ডের সভার তারিখ পরিচালনা বোর্ডের সভাপতি কর্তৃক নির্ধারিত হইবে এবং এতে অনূন্য ৫০ শতাংশ সদস্যের উপস্থিতিতে সভার কোরাম পূর্ণ হইবে।

৯। **পরিচালনা বোর্ডের সভা** ।—(১) এই ধারার অন্যান্য বিধানাবলী সাপেক্ষে বোর্ড উহার সভার কার্যপদ্ধতি নির্ধারণ করিতে পারিবে।

(২) বোর্ডের সভা উহার সভাপতি কর্তৃক নির্ধারিত তারিখ, সময় ও স্থানে অনুষ্ঠিত হইবে।

(৩) বোর্ডের সভার কোরামের জন্য মোট সদস্য সংখ্যার অনূন্য ৫০ শতাংশ সদস্যের উপস্থিতির প্রয়োজন হইবে।

(৪) বোর্ডের সভায় প্রত্যেক সদস্যের একটি করিয়া ভোট থাকিবে এবং ভোটের সমতার ক্ষেত্রে সভায় সভাপতির একটি দ্বিতীয় বা নির্ণায়ক ভোট প্রদানের ক্ষমতা থাকিবে।

(৫) বোর্ডের কোন কার্য বা কার্যধারা কেবলমাত্র বোর্ডের কোন সদস্যপদে শূন্যতা বা বোর্ড গঠনে ত্রুটি থাকিবার কারণে অবৈধ হইবে না এবং তদ্‌সম্পর্কে কোন প্রশ্নও উত্থাপন করা যাইবে না।

১০। **মহাপরিচালক**।—(১) ইনস্টিটিউটের একজন মহাপরিচালক থাকিবে।

(২) মহাপরিচালক সরকার কর্তৃক নিযুক্ত হইবেন এবং তাহার চাকুরির শর্তাদি সরকার কর্তৃক নির্ধারিত হইবে।

(৩) মহাপরিচালকের পদ ৩ (তিন) মাসের অধিককাল শূন্য রাখা যাইবে না। মহাপরিচালকের পদ শূন্য হইলে কিংবা অনুপস্থিতি, অসুস্থতা বা অন্য কোন কারণে মহাপরিচালক তাহার দায়িত্ব পালনে অসমর্থ হইলে, শূন্য পদে নবনিযুক্ত মহাপরিচালক কার্যভার গ্রহণ না করা পর্যন্ত কিংবা মহাপরিচালক পুনরায় স্বীয় দায়িত্ব পালনে সমর্থ না হওয়া পর্যন্ত, মহাপরিচালকের পদের অব্যবহিত নিম্ন পদে কর্মরত ইনস্টিটিউটের কোনো কর্মকর্তা সরকারের অনুমোদন ক্রমে মহাপরিচালকরূপে দায়িত্ব পালন করিবেন।

(৪) মহাপরিচালক ইনস্টিটিউটের প্রধান নির্বাহী হইবেন এবং তিনি বোর্ডের যাবতীয় সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের জন্য দায়ী থাকিবেন।

(৫) মহাপরিচালক তাহার কার্যভার গ্রহণের তারিখ হইতে ৩ (তিন) বৎসর মেয়াদে স্বীয় পদে অধিষ্ঠিত থাকিবেন এবং অনুরুপ একটি মাত্র মেয়াদের জন্য পুনরায় নিয়োগের যোগ্য হইবেন।

১১। **জ্যেষ্ঠ ফেলো**।—(১) বীমা বিষয়ক জ্ঞান ও অভিজ্ঞতাসম্পন্ন অনধিক ১০ (দশ) জন জ্যেষ্ঠ ফেলোবৃন্দ থাকিবেন এবং তাহারা বোর্ড কর্তৃক নির্ধারিত শর্তে ৩(তিন) বৎসর মেয়াদের জন্য নিযুক্ত হইবেন।

(২) গবেষণা, প্রশিক্ষণ ও অন্যান্য কার্যক্রম পরিচালনার ক্ষেত্রে জ্যেষ্ঠ ফেলো পরিকল্পনা প্রণয়ন এবং সংশ্লিষ্ট অন্যান্য বিষয়ে ইনস্টিটিউটকে পরামর্শ ও সহযোগিতা প্রদান করিবেন।

(৩) মহাপরিচালক জ্যেষ্ঠ ফেলোদের কার্যক্রম সম্পর্কে সময় সময় সভা আহবান করিবেন এবং যদি কোন জ্যেষ্ঠ ফেলো অনিবার্য কারণে মহাপরিচালক কর্তৃক আহুত পরপর তিনটি সভায় লিখিতভাবে অবহিতকরণ ব্যতিরেকে উপস্থিত থাকিতে ব্যর্থ হন, তাহা হইলে বোর্ডের সিদ্ধান্ত সাপেক্ষে, জ্যেষ্ঠ ফেলো হিসাবে তাহার নিয়োগ বাতিল করা যাইবে।

১২। **একাডেমিক কাউন্সিল**।— (১) এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে গবেষণা, বীমা শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ প্রদান সম্পর্কিত বিষয়াবলি তদারকি এবং এই সকল বিষয়ে ইনস্টিটিউটকে প্রয়োজনীয় পরামর্শ ও সহায়তা প্রদান করিবার জন্য ইনস্টিটিউটের একটি একাডেমিক কাউন্সিল থাকিবে। যাহা নিম্নবর্ণিত সদস্য সমন্বয়ে গঠিত হইবে, যথা:-

(ক) বীমা বিষয়ে অভিজ্ঞ, দক্ষ ও খ্যাতনামা ব্যক্তি, যিনি এই কাউন্সিলের সভাপতিও হইবেন;
(খ) বীমা উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক মনোনীত কর্তৃপক্ষের একজন সদস্য;
(গ) সরকার কর্তৃক মনোনীত বীমা বিষয়ে অধ্যাপনা/অভিজ্ঞতা সম্পন্ন পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন অধ্যাপক;
(ঘ) ব্যবস্থাপনা পরিচালক, সাধারণ বীমা কর্পোরেশন;
(ঙ) ব্যবস্থাপনা পরিচালক, জীবন বীমা কর্পোরেশন;
(চ) বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন কর্তৃক মনোনীত অধ্যাপক পদমর্যাদার একজন প্রতিনিধি;
(ছ) কর্তৃপক্ষ কর্তৃক মনোনীত লাইফ ইন্স্যুরেন্স বিষয়ে অভিজ্ঞ একজন মুখ্য নির্বাহী কর্মকর্তা;
(জ) কর্তৃপক্ষ কর্তৃক মনোনীত নন-লাইফ ইন্স্যুরেন্স বিষয়ে অভিজ্ঞ একজন মুখ্য নির্বাহী কর্মকর্তা;
(ঝ) ইনসিওরেন্স এসোসিয়েশন কর্তৃক মনোনীত লাইফ / নন-লাইফ ইন্স্যুরেন্স বিষয়ে অভিজ্ঞ একজন মুখ্য নির্বাহী কর্মকর্তা;
(ঞ) মহাপরিচালক, ইনস্টিটিউট, যিনি উহার সদস্য-সচিবও হইবেন।

(২) বোর্ড, আদেশ দ্বারা, একাডেমিক কাউন্সিলের মেয়াদ ও উহার কার্যপদ্ধতি নির্ধারণ করিতে পারিবে।

(৩) একাডেমিক কাউন্সিল, আদেশ দ্বারা, উপযুক্ত কোনো ব্যক্তিকে একাডেমিক কাউন্সিলের সদস্য হিসাবে অন্তর্ভুক্ত করিতে পারিবে।

১৩। **একাডেমিক কাউন্সিলের কার্যাবলি**।— একাডেমিক কাউন্সিলের কার্যাবলি হইবে নিম্নরূপ, যথা:

(১) পরিচালনা বোর্ড কর্তৃক গৃহীত সকল সিদ্ধান্ত একাডেমিক কাউন্সিলের মাধ্যমে বাস্তবায়ন;

(২) ইনস্টিটিউট এর সকল কোর্সের পাঠদান বিষয়ে পরিচালনা বোর্ডের অনুমোদনক্রমে সিদ্ধান্ত গ্রহণ;

(৩) পরিচালনা বোর্ডের অনুমোদন গ্রহণ করিয়া, নির্ধারিত পদ্ধতিতে, বীমা বিষয়ে এতদশ্লিষ্ট অন্য কোনো বিষয়ে সার্টিফিকেট বা প্রশিক্ষণ কোর্স পরিচালনা ও সনদ প্রদান;

(৪) পরিচালনা বোর্ড কর্তৃক নির্ধারিত অন্য যেকোনো কার্যক্রম।

১৪। **কর্মকর্তা ও কর্মচারী নিয়োগ, ইত্যাদি** ।—(১) সরকার কর্তৃক অনুমোদিত সাংগঠনিক কাঠামো সাপেক্ষে, বা সময় সময় সরকার কর্তৃকপ্রদত্ত নির্দেশনাবলী সাপেক্ষে ইনস্টিটিউট উহার কার্যাবলী সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের নিমিত্ত প্রয়োজনীয় সংখ্যক কর্মকর্তা ও কর্মচারী নিয়োগ করিতে পারিবে।

(২) ইনস্টিটিউটের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের নিয়োগ পদ্ধতি ও চাকুরীর শর্তাবলী প্রবিধান দ্বারা নির্ধারিত হইবে।

১৫। **তহবিল** ।—(১) ইনস্টিটিউটের একটি তহবিল থাকিবে এবং উহাতে নিম্নবর্ণিত অর্থ জমা হইবে, যথাঃ-

(ক) সরকার কর্তৃক প্রদত্ত মঞ্জুরি ও অনুদান;

(খ) সরকারের পূর্বানুমোদনক্রমে, অন্য দেশের সরকার, সংস্থা বা আন্তর্জাতিক সংস্থা বা ব্যক্তি কর্তৃক প্রদত্ত অনুদান;

(গ) কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রদত্ত অনুদান;

(ঘ) সাধারণ বীমা কর্পোরেশন ও জীবন বীমা কর্পোরেশন কর্তৃক প্রদত্ত অনুদান;

(ঙ) ইনসিওরেন্স এসোসিয়েশন কর্তৃক প্রদত্ত অনুদান;

(চ) কোনো স্থানীয় কর্তৃপক্ষ, প্রতিষ্ঠান, সংস্থা বা কোনো ব্যক্তি কর্তৃক প্রদত্ত অনুদান;

(ছ) উপহার ও বৃত্তি;

(জ) ইনস্টিটিউটের নিজস্ব সম্পত্তি হইতে অর্জিত আয় বা সম্পত্তির বিক্রয়লব্ধ অর্থ;

(ঝ) ইনস্টিটিউটের মালিকানাধীন ও তৎকর্তৃক পরিচালিত কোর্স বা প্রশিক্ষণ বা কোনো উদ্যোগ হইতে প্রাপ্ত আয়;

(ঞ) ইনস্টিটিউটের বিনিয়োগকৃত অর্থ হইতে প্রাপ্ত আয় বা মুনাফা;

(ট) গবেষণাকর্ম ও পরামর্শমূলক সেবা ইত্যাদি হইতে প্রাপ্ত আয়; এবং

(ঠ) প্রকাশনা-সামগ্রী বিক্রয় এবং উহার রয়্যালটি বাবদপ্রাপ্ত আয়।

(২) তহবিলের অর্থ বোর্ডের অনুমোদনক্রমে কোন তফসিলি ব্যাংকে ইনস্টিটিউটের নামে হিসাব খুলিয়া উহাতে জমা রাখিতে হইবে।

(৩) বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে উক্ত তহবিল পরিচালনা করা হইবে।

(৪) ইনস্টিটিউটের কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণের বেতন, ভাতা ও অন্যান্য পারিশ্রমিকসহ এই আইনের অধীন সংশ্লিষ্ট কার্যাবলী সম্পাদনের জন্য তহবিল হইতে অর্থ ব্যয় করা যাইবে।

(৫) তহবিলের অর্থ হইতে সরকারী বিধি-বিধান অনুসরণপূর্বক ইনস্টিটিউটের প্রয়োজনীয় ব্যয় নির্বাহ করা যাইবে।

(৬) তহবিলের অর্থ বোর্ড কর্তৃক অনুমোদিত কোন খাতে বিনিয়োগ করা যাইবে।

ব্যাখ্যা।- এই ধারার উদ্দেশ্য পূরণকল্পে 'তফসিলি ব্যাংক' বলিতে Bangladesh Bank Order, 1972 (P. O. No. 127 of 1972) এর Article 2(J) তে সংজ্ঞায়িত Schedule Bank।

১৬। **বাজেট**।— (১) মহাপরিচালক বোর্ডের অনুমোদন গ্রহণ করিয়া প্রতি বৎসর সরকার কর্তৃক নির্দিষ্টকৃত সময়ের মধ্যে ইনস্টিটিউটের সম্ভাব্য আয়-ব্যয়সহ পরবর্তী অর্থ বৎসরের বার্ষিক বাজেট বিবরণী পেশ করিবেন এবং উহাতে উক্ত অর্থ বৎসরে সরকারের নিকট হইতে ইনস্টিটিউটের জন্য কী পরিমাণ অর্থের প্রয়োজন হইবে উহারও উল্লেখ থাকিবে।

(২) সরকার উপ-ধারা (১) এর অধীন প্রাপ্ত বাজেট বিবেচনা করিয়া প্রয়োজনীয় অর্থ মঞ্জুরি ও অনুদান হিসাবে প্রদান করিতে পারিবে।

১৭। **হিসাবরক্ষণ ও নিরীক্ষা**।—(১) ইনস্টিটিউট প্রচলিত পদ্ধতিতে উহার আয়-ব্যয়ের পৃথক হিসাব রক্ষণ করিবে এবং হিসাবের বার্ষিক বিবরণী প্রস্তুত করিবে।

(২) বাংলাদেশের মহা হিসাব-নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক, অতঃপর মহা হিসাব-নিরীক্ষক বলিয়া উল্লিখিত, প্রতি বৎসর ইনস্টিটিউটের হিসাব বিদ্যমান আইনের বিধান মোতাবেক নিরীক্ষা করিবেন এবং নিরীক্ষা রিপোর্টের একটি করিয়া অনুলিপি সরকার ও ইনস্টিটিউটের নিকট প্রেরণ করিবেন।

(৩) উপ-ধারা (২) এ উল্লিখিত নিরীক্ষা ছাড়াও, Chartered Accountants Order, 1973 (P. O. No. 2 of 1973) এর Article 2(1) (b) তে সংজ্ঞায়িত কোন Chartered Accountant দ্বারা হিসাব নিরীক্ষা করা হইবে এবং এতদুদ্দেশ্যে ইনস্টিটিউট উপযুক্ত Chartered Accountant ফার্ম নিয়োগ করিতে পারিবে।

(৪) উপ-ধারা (৩) এর অধীন নিয়োগকৃত Chartered Accountant ফার্ম এতদুদ্দেশ্যে বোর্ড কর্তৃক নির্ধারিত হারে পারিশ্রমিক প্রাপ্য হইবে।

(৫) উপ-ধারা (২) এবং (৩) মোতাবেক হিসাব নিরীক্ষার উদ্দেশ্যে মহা-হিসাব নিরীক্ষক কিংবা তাহার নিকট হইতে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন ব্যক্তি অথবা, ক্ষেত্রমত, Chartered Accountant ফার্ম ইনস্টিটিউটের সকল রেকর্ড, দলিল-দস্তাবেজ নগদ বা ব্যাংকে গচ্ছিত অর্থ, জামানত, ভান্ডার এবং অন্যবিধ সম্পত্তি পরীক্ষা করিয়া দেখিতে পারিবে এবং মহাপরিচালক ও ইনস্টিটিউটের অন্য যে কোন কর্মকর্তা বা কর্মচারীকে জিজ্ঞাসাবাদ করিতে পারিবে।

১৮। **প্রতিবেদন, ইত্যাদি**।—(১) ইনস্টিটিউট প্রতি অর্থ বৎসর শেষ হইবার পরবর্তী ৯০ (নব্বই) দিনের মধ্যে তদকর্তৃক উক্ত অর্থ বৎসরে সম্পাদিত কার্যাবলীর বিবরণ সম্বলিত একটি বার্ষিক প্রতিবেদন সরকারের নিকট পেশ করিবে।

(২) সরকার, উপ-ধারা (১) এর অধীন প্রাপ্ত প্রতিবেদন পর্যালোচনা করিয়া বোর্ডকে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা ও পরামর্শ প্রদান করিতে পারিবে।

(৩) সরকার, প্রয়োজনবোধে, ইনস্টিটিউটের নিকট হইতে যে কোন সময় উহার যে কোন কর্মকান্ড বা ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত তথ্য, হিসাব নিকাশ বা সংশ্লিষ্ট যে কোন বিষয়ের উপর প্রতিবেদন এবং বিবরণী আহবান করিতে পারিবে এবং ইনস্টিটিউট উহা সরকারের নিকট সরবরাহ করিতে বাধ্য থাকিবে।

(৪) সরকার, যেকোনো সময়, ইনস্টিটিউটের কোনো কার্যক্রম বা যেকোনো প্রকার অভিযোগের বিষয়ে তদন্তের নির্দেশ প্রদান করিতে পারিবে।

১৯। **ক্ষমতা অর্পণ**।—(১) পরিচালনা বোর্ড উহার যেকোনো ক্ষমতা তৎকর্তৃক নির্ধারিত শর্তে, কোনো সদস্য, মহাপরিচালক বা ইনস্টিটিউটের অন্য কোনো কর্মকর্তাকে অর্পণ করিতে পারিবে।

(২) মহাপরিচালক তাহার কোনো ক্ষমতা, তৎকর্তৃক নির্ধারিত শর্তে, ইনস্টিটিউটের কোনো কর্মকর্তাকে অর্পণ করিতে পারিবে।

২০। **চুক্তি সম্পাদন**।—বোর্ড, এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, যেকোনো প্রতিষ্ঠান, সংস্থা বা কর্তৃপক্ষের সহিত চুক্তি সম্পাদন করিতে পারিবে:

তবে শর্তে থাকে যে, অন্য দেশের সরকার বা সংস্থার সহিত চুক্তি সম্পাদনের ক্ষেত্রে সরকারের পূর্বানুমোদন গ্রহণ করিতে হইবে।

২১। **কমিটি**।— (১) পরিচালনা বোর্ড উহার কার্যাবলি সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের জন্য প্রয়োজনীয় সংখ্যক বিষয়ভিত্তিক কমিটি গঠন করিতে পারিবে।

(২) উপ-ধারা (১) এর অধীন গঠিত এক বা একাধিক কমিটির গঠন, কার্যপদ্ধতি এবং দায়িত্ব বোর্ড কর্তৃক আদেশ দ্বারা নির্ধারিত হইবে।

২২। **বিধি প্রণয়নের ক্ষমতা**।— এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে সরকার, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, বিধি প্রণয়ন করিতে পারিবে।

২৩। **প্রবিধান প্রণয়নের ক্ষমতা**।—এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, ইনস্টিটিউট, সরকারের পূর্বানুমোদনক্রমে এবং সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, এই আইন ও বিধির সহিত অসামঞ্জস্যপূর্ণ না হওয়া সাপেক্ষে প্রবিধান প্রণয়ন করিতে পারিবে।

২৪। **রহিতকরণ ও হেফাজত**।— (১) এই আইন কার্যকর হইবার সঙ্গে সঙ্গে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার এর বাংলাদেশ ইনসিওরেন্স একাডেমি প্রতিষ্ঠা সংক্রান্ত ২৯ নভেম্বর, ১৯৭৩ খ্রিঃ তারিখের রিজুলিউশন নং- ১(৭)/৭৩-আই এন এস-ii এর অধীন প্রতিষ্ঠিত বাংলাদেশ ইনসিওরেন্স একাডেমি বিলুপ্ত হইবে।

(২) উপ-ধারা (১) এর অধীন বিলুপ্ত হওয়া সত্ত্বেও, বিলুপ্তকৃত বাংলাদেশ ইনসিওরেন্স একাডেমি এর অধীন-

(ক) কৃত কোন কার্য বা গৃহীত ব্যবস্থা এই আইনের অধীন কৃত বা গৃহীত হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে;

(খ) ইনস্টিটিউট কর্তৃক বা উহার বিরুদ্ধে দায়েরকৃত কোন মামলা বা গৃহীত কার্যধারা বা সূচিত যে কোন কার্যক্রম অনিষ্পন্ন থাকিলে উহা এমনভাবে নিষ্পন্ন হইবে যেন উহা এই আইনের অধীন দায়েরকৃত বা গৃহীত বা সূচিত হইয়াছে;

(গ) ইনস্টিটিউট কর্তৃক সম্পাদিত কোন চুক্তি, দলিল বা ইনস্ট্রুমেন্ট এমনভাবে বহাল থাকিবে যেন উহা এই আইনের অধীন সম্পাদিত হইয়াছে;

(ঘ) একাডেমীর সকল স্থাবর ও অস্থাবর সম্পদ, নগদ বা ব্যাংক হিসাবে গচ্ছিত অর্থ, তহবিল এবং এতদশ্লিষ্ট অন্য যেকোনো প্রকার অধিকার, স্বার্থ, সকল হিসাব বহি, রেজিস্টার, রেকর্ড এবং এতদসম্পর্কিত অন্য কোনো দলিল, ইনস্টিটিউটের নিকট হস্তান্তরিত হইবে;

(ঙ) সকল প্রকার ঋণ বা দায়-দায়িত্ব ইনস্টিটিউটের ঋণ বা দায়-দায়িত্ব হিসাবে গণ্য হইবে;

(চ) সকল কর্মকর্তা ও কর্মচারী, দফা (ঘ) এর বিধান সাপেক্ষে, ইনস্টিটিউটের কর্মকর্তা ও কর্মচারী হিসাবে ন্যস্ত হইয়াছেন বলিয়া গণ্য হইবে এবং তাহাদের চাকুরী এই আইনের বিধান অনুযায়ী চাকুরীর শর্তাবলি দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হইবেঃ

তবে শর্ত থাকে যে. ইনস্টিটিউট কর্তৃক চাকুরীর শর্তাবলি নির্ধারিত না হওয়া পর্যন্ত ইনস্টিটিউটে ন্যস্ত কর্মকর্তা ও কর্মচারী এইরূপে নিয়ন্ত্রিত হইবে যেইরূপে একাডেমি বিলুপ্ত হইবার পূর্বে নিয়ন্ত্রিত হইত। আরো শর্ত থাকে যে, ইনস্টিটিউটে ন্যস্তকৃত অনুষদ সদস্য, কর্মকর্তা ও কর্মচারীর কর্মের শর্তাবলী এমনভাবে পরিবর্তন করা যাইবে না যাহাতে উক্ত অনুষদ সদস্য, কর্মকর্তা ও কর্মচারীর অর্জিত কোনো অধিকার ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

(ছ) নূতন জনবল কাঠামো অনুমোদিত না হওয়া পর্যন্ত, বোর্ড, বিলুপ্ত বাংলাদেশ ইনসিওরেন্স একাডেমির জনবল কাঠামো অনুসরণ করিতে পারিবে;

(জ) বিলুপ্ত বাংলাদেশ ইনসিওরেন্স একাডেমি যথাশীঘ্র সম্ভব উপ-ধারা (১) এ বর্ণিত হস্তান্তর প্রক্রিয়া সম্পন্ন করিবে;

(ঝ) এই আইনের অধীন বিধি ও প্রবিধানমালা প্রণীত না হওয়া পর্যন্ত বোর্ড কর্তৃক প্রণীত এতদসংশ্লিষ্ট আদেশ, নীতি বা অন্য কোনো দলিল, উহা যে নামেই অভিহিত হউক না কেন, কার্যকর থাকিবে;

(ঞ) পরিচালনা বোর্ড, উপ-ধারা (২) এর অধীন হস্তান্তরিত স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তির বিবরণ, ন্যস্তকৃত সকল অনুষদ সদস্য, কর্মকর্তা ও কর্মচারীর জ্যেষ্ঠতা অনুযায়ী নামের তালিকা, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, প্রকাশ করিবে।

২৫। **ইংরেজীতে অনূদিত পাঠ প্রকাশ, ইত্যাদি**।— (১) এই আইন কার্যকর হইবার পর সরকার, প্রয়োজনবোধে সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, এই আইনের ইংরেজীতে অনূদিত একটি নির্ভরযোগ্য পাঠ (Authentic Engllish Text) প্রকাশ করিতে পারিবে।

(২) এই আইনের বাংলা ও ইংরেজী পাঠের মধ্যে বিরোধের ক্ষেত্রে বাংলা পাঠ প্রাধান্য পাইবে।